8.3.1 m¤ú`Kxq : %`wbK ce‡KvY

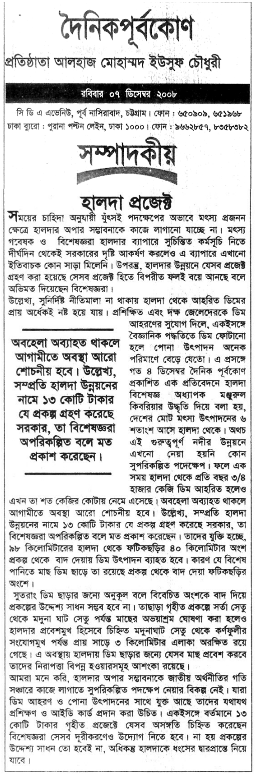

দৈনিকপূর্বকোণ
প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী
রবিবার ০৭ ডিসেম্বর ২০০৮
সি ডি এ এভেনিউ, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৫০৯০৯, ৬৫১৯৬৮
ঢাকা ব্যুরো : পুরানা পল্টন লেইন, ঢাকা ১০০০। ফোন : ৯৬৬২৮৫৭, ৮৩৫৮৩৮২

সম্পাদকীয়

হালদা প্রজেক্ট

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যুঁৎসই পদক্ষেপের অভাবে মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে হালদার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। মৎস্য গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা হালদার ব্যাপারে সুচিন্তিত কর্মসূচি নিতে দীর্ঘদিন থেকেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এ ব্যাপারে এখানো ইতিবাচক কোন সাড়া মিলেনি। উপরন্তু, হালদার উন্নয়নে যেসব প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে সেসব প্রজেক্ট হিতে বিপরীত ফলই বয়ে আনছে বলে অভিমত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

অবহেলা অব্যাহত থাকলে আগামীতে অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হালদা উন্নয়নের নামে ১৩ কোটি টাকার যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার, তা বিশেষজ্ঞরা অপরিকল্পিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় হালদা থেকে আহরিত ডিমের প্রায় অর্ধেকই নষ্ট হয়ে যায়। প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জেলেদেরকে ডিম আহরণের সুযোগ দিলে, একইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডিম ফোটানো হলে পোনা উৎপাদন অনেক পরিমাণে বেড়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে গত ৪ ডিসেম্বর দৈনিক পূর্বকোণ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে হালদা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মঞ্জুরুল কিবরিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ৬ শতাংশ আসে হালদা থেকে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ নদীর উন্নয়নে এখনো নেয়া হয়নি কোন সুপরিকল্পিত পদেক্ষেপ। ফলে এক সময় হালদা থেকে প্রতি বছর ৩/৪ হাজার কেজি ডিম আহরিত হলেও এখন তা শত কেজির কোটায় নেমে এসেছে। অবহেলা অব্যাহত থাকলে আগামীতে অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হালদা উন্নয়নের নামে ১৩ কোটি টাকার যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার, তা বিশেষজ্ঞরা অপরিকল্পিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ৯৮ কিলোমিটারের হালদা থেকে ফটিকছড়ির ৪০ কিলোমিটার অংশ প্রকল্প থেকে বাদ দেয়ায় ডিম উৎপাদন ব্যাহত হবে। কারণ যে বিশেষ পানিতে মাছ ডিম ছাড়ে তা রয়েছে প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া ফটিকছড়ির অংশে।

সুতরাং ডিম ছাড়ার জন্যে অনুকূল বলে বিবেচিত অংশকে বাদ দিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হবে না। তাছাড়া গৃহীত প্রকল্পে সর্তা সেতু থেকে মদুনা ঘাট সেতু পর্যন্ত মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হলেও হালদার প্রবেশমুখ হিসেবে চিহ্নিত মদুনাঘাট সেতু থেকে কর্ণফুলীর সংযোগমুখ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার এলাকা অরক্ষিত রয়ে গেছে। এ অবস্থায় হালদায় ডিম ছাড়ার জন্যে যেসব মাছ প্রবেশ করবে তাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ারসমূহ আশংকা রয়েছে।

আমরা মনে করি, হালদার অপার সম্ভাবনাকে জাতীয় অর্থনীতির গতি সঞ্চারে কাজে লাগাতে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়ার বিকল্প নেই। যারা ডিম আহরণ ও পোনা উৎপাদনের সাথে যুক্ত আছে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও আইডি কার্ড প্রদান করা উচিত। একইসঙ্গে বর্তমানে ১৩ কোটি টাকার গৃহীত প্রজেক্টে যেসব অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা সেসব দূরীকরণেও উদ্যোগ নিতে হবে। না হয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন তো হবেই না, অধিকন্তু হালদাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে।

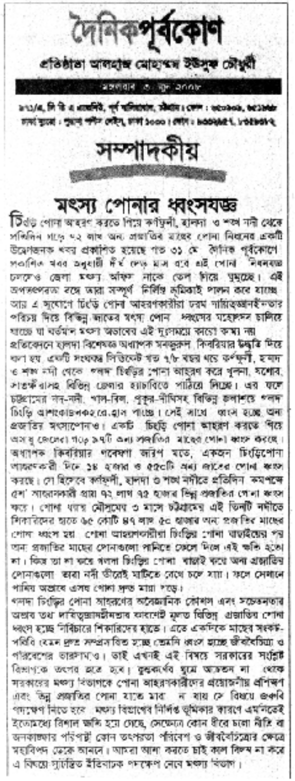

দৈনিকপূর্বকোণ
প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্জ মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী

সম্পাদকীয়

মৎস্য পোনার ধ্বংসযজ্ঞ

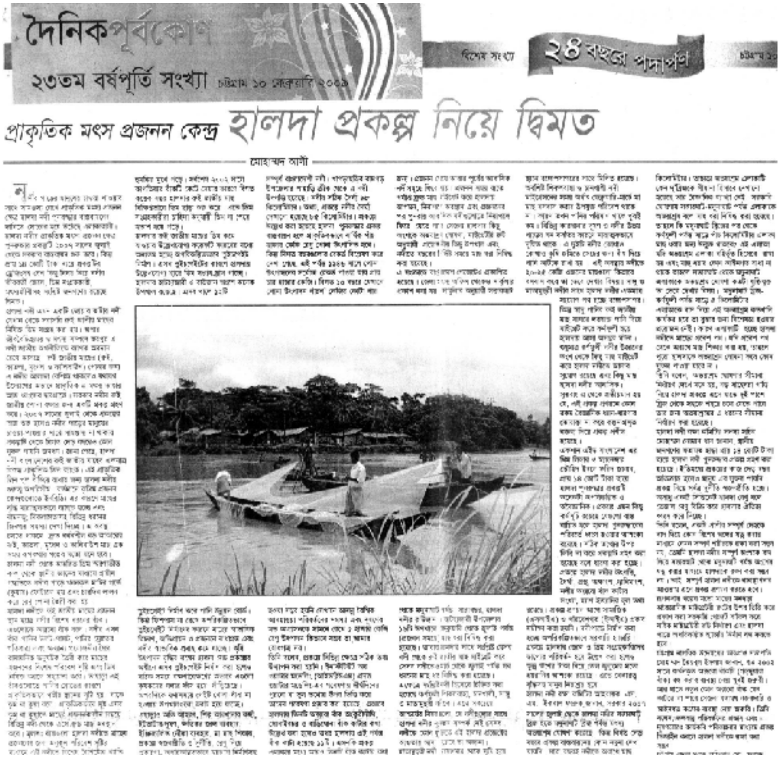

দৈনিকপূর্বকোণ
২৩তম বর্ষপূর্তি সংখ্যা চট্টগ্রাম ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
বিশেষ সংখ্যা
২৪ বছরে পদার্পণ

প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন কেন্দ্র হালদা প্রকল্প নিয়ে দ্বিমত

মোহাম্মদ আলী